০২-০১-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ১২-০১-৮৩ মধুবন

সদা সমর্থ ভাবো তথা বর্ণন করো

আওয়াজের ঊর্ধ্বে থাকা বাবা আজ আওয়াজের দুনিয়ায় এসেছেন, সব বাচ্চাদের আওয়াজের ঊর্ধ্বে হওয়ার স্থিতিতে নিয়ে যেতে । কারণ, আওয়াজের ঊর্ধ্বে স্থিতিতে অতি সুখ আর শান্তির অনুভূতি হয় । নৈঃশব্দ হওয়ার শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে স্থিতি হলে সদা নিজেকে তুমি বাবা সমান সম্পন্ন স্থিতিতে অনুভব করবে । আজকের মানুষ আওয়াজের ঊর্ধ্বে প্রকৃত শান্তি প্রাপ্তির বিভিন্ন চেষ্টা করে । তারা কতোরকম সাধন আপন করে নিতে থাকে । কিন্তু সবাই তোমরা শান্তির সাগরের বাচ্চা শান্ত স্বরূপ, মাস্টার শান্তির সাগর । সেকেন্ডে শান্তির প্রতিমূর্তি হওয়ার স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও । এইরকমই অনুভাবী তোমরা, তাই না ! সেকেন্ডে শব্দে আসা আর সেকেন্ডে শব্দের ঊর্ধ্বে গিয়ে তোমাদের স্বধর্মে স্থিত হয়ে যাওয়ার এই প্র্যাকটিস করো তোমরা ? তোমরা তোমাদের কর্মেন্দ্রিয়ের মালিক, তাই না ! যখনই তুমি চাও কর্মে আসতে পারো, যখন চাও কর্মাতীত স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও । একেই বলা হয়ে থাকে এক মুহূর্তে স্বতন্ত্র আর এক মুহূর্তে কর্ম দ্বারা সবার প্রিয় হওয়া । এইরকম কন্ট্রোলিং পাওয়ার, রুলিং পাওয়ার অনুভব হয়, তাই না ! যে বিষয়কে দুনিয়ার লোকে মুশকিল বলে, তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মাদের জন্য সহজই নয়, বরং অতি সহজ কারণ তোমরা মাস্টার সর্বশক্তিমান । দুনিয়ার লোকে ভাবে, এটা কীভাবে সম্ভব হবে ! সেই হতভম্ব অবস্থায় তারা তাদের বুদ্ধি এবং দেহ দ্বারা পথ ভুলে ঘুরে বেড়ায়, এক্ষেত্রে তোমরা কি বলো ? 'কিভাবে হবে' , এই সঙ্কল্প তোমাদের কখনো আসতে পারে ? কিভাবে এই জিজ্ঞাসাই কোশ্চেন মার্ক । সুতরাং, "কিভাবে" , বলার পরিবর্তে তোমাদের থেকে আবার আওয়াজ বার হয়, "এইভাবে হয়" । 'এইভাবে'
বলা অর্থাৎ "ফুল স্টপ" । সুতরাং, কোশ্চেন মার্ক বদলে ফুল স্টপ হয়ে যাওয়া । কাল তোমরা কি ছিলে আর আজ তোমরা কি হয়েছো ! বিস্তর ফারাক, তাই না ! বিস্তর ফারাক হয়ে গেছে, বিশ্বাস করো তোমরা ? কাল বলতে, ওহ্ গড় ! আজ ওহ্ বলার পরিবর্তে তোমরা বলো, ওহো , ওহো মিষ্টি বাবা ! গড় নয়, বাবা । দূরের থেকে তোমাদের কাছে পেয়ে গেছ বাবাকে । তোমরা বাবাকে খুঁজেছ আর বাবা তোমাদের বিভিন্ন কোণ থেকে খুঁজে নিয়েছেন । যতই হোক, বাবাকে কোনরকম মেহনত করতে হয়নি । তোমাদের অনেক মেহনত করতে হয়েছে, কারণ বাবার কাছে তোমাদের পরিচয় ছিলো, কিন্তু তোমাদের কাছে বাবার পরিচয় ছিল না । সবাই তোমরা স্নেহের গীত গাও । বাপদাদাও বাচ্চাদের জন্য স্নেহের গীত গান, বাপদাদা রোজ স্নেহের সবচেয়ে মহান গীত গান । যে গীত শুনে সব স্নেহী বাচ্চাদের মন খুশিতে নাচতে থাকে । তিনি রোজ গীত গান, আর এই কারণেই স্মরণিকা হিসেবে গীতের মাহাত্ম্য শ্রেষ্ঠ । বাবার গীতের স্মরণিক হিসেবে গীতা বানানো হয়েছে । আর গীত শুনে বাচ্চাদের খুশিতে নাচা, খুশিতে, আনন্দে -সুখে থাকার বিভিন্ন অনুভবের স্মরণিক হিসেবে তারা ভাগবৎ বানিয়েছে । সুতরাং, উভয়ের স্মারকই হয়ে গেল, তাই না ! এইরকম শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান নিজেদের মনে করো কিংবা অনুভব করো ? নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে এমন অনেক আছে, কিন্তু যারা অনুভব করে তারা কোটির মধ্যে কতিপয় মাত্র । অনুভাবীমূর্ত হওয়া অর্থাৎ বাবা সমান সম্পন্ন হওয়ার অনুভাবীমূর্ত । প্রতিটা সম্বন্ধের, প্রতিটা বোলের অনুভব হতে দাও । সম্বন্ধের দ্বারা বিভিন্ন প্রাপ্তির অনুভব হতে দাও । সকল শক্তির অনুভব হতে হবে । সমস্ত গুণের অনুভব হতে হবে । তোমরা যখনই চাও, গুণের গহনা ধারণ করতে পারো । এই সর্বগুণই ভ্যারাইটি জুয়েলারি । সময় এবং স্থান অনুযায়ী তোমরা গুণের গয়না দিয়ে নিজেদের সাজাতে পারো । শুধু নিজেকেই নয়, বরং অন্যদেরও

গুণের দান দিতে পারো । জ্ঞান দানের সাথে সাথে গুণ দানেরও অনেক মহত্ব । গুণের মহাদানী আত্মা কখনো কারও অপগুণ দেখেও ধারণ করবে না । কারও অপগুণের সঙ্গদোষে প্রভাবিত হবেনা, বরং আরও গুণ দান দিয়ে অন্যের অপগুণকে, গুণে পরিবর্তন করে দেবে । যেমন তোমরা ভিক্ষুককে ধন দান দিয়ে সম্পন্ন বানাও, একইভাবে, যাদের মধ্যে অপগুণ আছে তাদের গুণ দান দিয়ে গুণবানমূর্ত বানিয়ে দাও । যোগ দান, শক্তি দান, সেবার দান যেমন প্রসিদ্ধ, তেমন গুণ দানও বিশেষ দান । গুণদান দ্বারা আত্মায় উদ্যম -উৎসাহের ঝলক অনুভব করাতে পারো । তাহলে তোমরা এইরকম সর্ব মহাদানী মূর্ত অর্থাৎ অনুভাবী মূর্ত হয়েছো তো ?

আজ, বাবা বিশেষভাবে ডবল বিদেশি বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন । বাপদাদা আগেই ডবল বিদেশি বাচ্চাদের বিশেষত্ব তোমাদের শুনিয়েছেন । ডবল বিদেশি বাচ্চাদের বাপদাদা দূরদর্শী বুদ্ধিসম্পন্ন বাচ্চা বলেন । দূরে থেকেও বুদ্ধি দ্বারা বাবাকে চিনে অধিকারী হয়ে গেছে । এইরকম দূরদর্শী বুদ্ধিমান বাচ্চাদের বিশেষত্ব অনুযায়ী, নম্বরক্রমে বাপদাদার বিশেষ স্নেহ থাকে । সবাই তোমরা পতঙ্গ হয়ে নিজেদের দেশ থেকে উড়তে উড়তে বহ্নিশিখায় জ্বলতে এসেছো, নাকি তোমরা কেউ কেউ শুধু চক্রাকারেও ঘুরছো ? জ্বলা অর্থাৎ সমান হওয়া । তাহলে তোমরা কি জ্বলবে নাকি চক্কর লাগাবে? কোন ধরণ সংখ্যায় বেশি ? তোমরা যে-ই হও আর যেমন-ই হও, বাপদাদা তোমাদের পছন্দ করেন । তবুও দেখ, কতো মেহনত করে এখানে পৌঁছে তো গেছ, তাই না ! এইজন্য সদা নিজেকে মনে করো যে বাবার হয়েছো আর সদা বাবার হয়েই থাকবে । এই দৃঢ় সঙ্কল্প সদাই তোমাদের সামনে এগিয়ে যেতে সমর্থ করে তুলবে । নিজের কমজোরি সম্বন্ধে বেশি ভেবোনা । দুর্বলতা সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে তুমি আরও দুর্বল হয়ে যাও । "আমি অসুস্থ, অসুস্থ" বারবার বলাতে তোমরা ডবল অসুস্থ হয়ে যাও । "আমি এত শক্তিশালী নই, আমার যোগ ততো ভালো হয়না, আমার সেবা এত ভালো না, আমি বাবার প্রিয় নাকি প্রিয় নই, জানিনা সামনে এগোতে পারবো কি পারবো না"- এই ভাবনাও বেশি দুর্বল করে দেয় । মায়া প্রথমে হালকা রূপে ট্রাই করে, কিন্তু তোমরা সেটাকে বড় আকার দিয়ে দাও, তাইতো মায়া চান্স পেয়ে যায় তোমার সাথী হওয়ার । সে শুধু ট্রাই করে, কিন্তু তার ট্রাই করাটা না জেনে ভাবতে থাকো যে 'আমি তো এইরকমই, এইজন্য সেও সাথী হয়ে যায় । কমজোরের সাথী মায়া । কখনো দুর্বল সঙ্কল্প বারবার বর্ণনও কোরোনা, ভেবোও না । বারবার ভাবলেও স্বরূপ হয়ে যায় । সদা এটাই ভাবো যে, "আমি বাবার হবোনা তো আর কে হবে ? আমি বাবার ছিলাম, আমিই আছি ! কল্পে কল্পে আমিই হবো, এই সঙ্কল্প তোমাদের সুস্থ ও মায়াজিৎ বানাবে । দুর্বলতা আসে পরে । তোমরা তাকে না চিনে সত্য বলে ভাবো বলেই তো মায়া তোমাদের তার নিজের করে নেয় । যেমন তারা সীতার ড্রামাতে দেখায়, রাবণ ভিক্ষুক ছিলোনা, কিন্তু সীতা ভেবেছিলো সে ভিক্ষুক । সে তো শুধু তাকে পরীক্ষা করতে এসেছিলো, কিন্তু সেটাই সত্য বলে মেনে নেওয়ায় তার ভোলাভাব (সহজভাব) দেখে রাবণ তাকে নিজের করে নিয়েছিলো । এখানেও, ব্যর্থ এবং দুর্বল সঙ্কল্প মায়ার রূপ নিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করতে আসে । কিন্তু তোমরা সহজ হওয়ার জন্য অর্থাৎ তোমাদের ভোলাভাবের কারণে মায়া তোমাদেরকে তার করে নেয় । "আমি এইরকমই" , এইভাবে তোমরা বলতে থাকায় মায়া তার নিজের জন্য জায়গা বানিয়ে নেয় । তোমরা সেরকম কমজোর নও । তোমরা সমর্থ । মাস্টার সর্বশক্তিমান । বাপদাদা দ্বারা বাছাই করা কোটির মধ্যে থেকে তোমরা কতিপয় মাত্র । এমন আত্মারা কমজোর কিভাবে হতে পারে ! এইরকম ভাবনা মানেই মায়াকে স্থান দেওয়া । তাকে স্থান দিয়ে দাও, তারপর বলো, আমাদের মায়ার থেকে রেহাই দাও । কিন্তু কেনই বা তাকে স্থান দাও ! কেউই তোমরা দুর্বল নও । সবাই মাস্টার । সদা বাহাদুর, সদাকালের মহাবীর । এই শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প থাকে ? সদা বাবার সাথী । যখন তোমরা বাবার সাথী তখন মায়া তোমাদের সাথী

বানাতে পারেনা । মধুবনে তোমরা কেন এসেছো ? (মায়াকে ছাড়তে) মধুবন মহাযজ্ঞ, তাই না ! তাহলে যজ্ঞে সবকিছু স্বাহা করতে এসেছো । কিন্তু বাবা বলেন, সবাই তোমরা বিজয় অষ্টমী (দশহরা) উদযাপন করতে এসেছ । বিজয়-তিলকের সেরিমনি উদযাপনে এসেছো । তোমরা বিজয়ী হয়ে জয়-টিকা লাগানোর সেরিমনি করতে এসেছো, তাই না ! সবার এক উক্তি "জী হাঁ" , কপি করাতে সবাই তোমরা চতুর । এটাও গুণ । এখানেও, বাবাকে তোমাদের কপি করতে হবে । তাঁকে ফলো করা অর্থাৎ তাঁকে কপি করা । এটা সহজ, তাই না ? তোমরা তোমাদের দেশ ছেড়ে আসো, তাইতো বাপদাদাও নিজের দেশ ছেড়ে এখানে আসেন ।

বাপদাদার প্রবৃত্তি (কাজ) নেই কি ! সারা বিশ্বের কার্য ছেড়ে এখানে আসেন । বিশ্ব-প্রবৃত্তিই তো বাবার প্রবৃত্তি, তাই না ! বাবার কাছে তো সবাই তাঁর বাচ্চা । তাঁকে তো সবাইকে দান দিতে হয় । তিনি তাদের উত্তরাধিকার দেননা, কিন্তু দান তো সবাইকে দেন, তাই না ! আচ্ছা !

সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী, বাবা সমান সদা মহাদানী, বরদানী আত্মাদের, সদা মহান অন্তরে নিজেকে মহান অনুভব করে, সদা মায়াকে চিনে মায়াজিৎ, সর্বশক্তিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, দেশ-বিদেশের চতুর্দিকের বাচ্চারা যারা নিষ্ঠায় মগ্ন থেকে, বাবার সাথে রুহ্-রিহান করে, বাবার সাথে মিলন উদযাপন করে, যারা স্মরণ-স্নেহ দেয় এবং তা' পত্রের দ্বারাও পাঠায়, যারা মিষ্টি মিষ্টি সমাচার লেখে এবং তাদের নিজ - স্নেহের পুরুষার্থের সমাচার দেয়, বাপদাদা তাঁর সমুখে তোমাদের সবাইকে দেখছেন এবং স্নেহ-স্মরণ দিচ্ছেন । এইসঙ্গে পতঙ্গ হয়ে বহ্নিতে জ্বলে অর্থাৎ প্রতি পদে বাবা সমান হওয়া সকল বাচ্চাদের তিনি স্নেহপূর্ণ স্মরণ দিচ্ছেন এবং নমস্কার জানাচ্ছেন ।

মহারথী ভাই-বোনেদের প্রতি উচ্চারিত অব্যক্ত মহাবাক্যঃ -

সেবার নিমিত্ত হওয়া বাচ্চাদেরও মালা আছে, তাই না ! তোমরা সব বিশেষ রত্নরা নিমিত্ত হয়েছো । নিমিত্তের বিশেষত্বই তোমায় নিমিত্ত বানায় । একটা বিষয়ে ব্রহ্মাবাবা তোমাদের জন্য গর্বিত । কোন বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে গর্বিত ? একে অপরের ভাবনা পরস্পরের সাথে মিলিয়ে তোমরা বাচ্চারা আদি থেকে ইউনিটির যে রূপ দেখিয়েছো, তাতে ব্রহ্মাবাবা বিশেষ গর্ব করেন । ইউনিটি এই ব্রাহ্মণ পরিবারের ফাউন্ডেশন, এইজন্য অব্যক্ত বতনে থেকেও ব্রহ্মাবাবার তোমরা সব বাচ্চাদের জন্য গর্ব করেন । তিনি সূক্ষ্ম বতনে থাকলেও সব কর্মকান্ড দেখেন ।

লন্ডন গ্রুপের সাথে: - সদা রুহানী গোলাপ হয়ে অন্যদের সুগন্ধ বিতরণকারী অবিনাশী বাগিচার পুষ্প তোমরা, তাই না ! সবাই তোমরা রুহানী গোলাপ, যে রুহানী গোলাপ দেখে সারা বিশ্ব তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় । তোমরা প্রতিটা রুহানী গোলাপ কতো ভ্যাল্যুয়েবল ! অমূল্য ! এই কারণে এখনও তোমাদের সকলের জড় চিত্রেরও ভ্যাল্যু আছে । প্রত্যেকটা জড় চিত্র তারা কতো ভ্যাল্যু দিয়ে দেয় বা নেয় । এটা শুধুই সাধারণ পাথর, রুপা বা সোনা, কিন্তু তবুও এর কতো ভ্যাল্যু ! সোনার মূর্তি কতো ভ্যাল্যুতে দেবে ! এত ভ্যাল্যুয়েবল কিভাবে হয়েছে ? বাবার হয়ে তোমরা সদাই শ্রেষ্ঠ হয়ে গেছ । এই ভাগ্যের গীত সদা গাইতে থাকো । "বাহ্ আমার ভাগ্য ! "বাহ্ আমার ভাগ্যবিধাতা" ! "বাহ্ সঙ্গমযুগ" ! "বাহ্ মিষ্টি ড্রামা" ! তোমরা জানো সবকিছুতেই বাহ্ বাহ্ করতে, তাই না । বাহ্-বাহ্'র গীত গাও তো, তাই না ! লন্ডন নিবাসীদের জন্য বাপদাদার গর্ব হয়, সেবা-বৃক্ষের বীজ লন্ডন । অতএব, লন্ডন নিবাসীও বীজরূপ । ইউ. কে.বাসী অর্থাৎ সদা ও.কে. থাকে,

সদা পঠন-পাঠনে এবং সেবা উভয় ক্ষেত্রেই ব্যালেন্স রাখে । সদা প্রতি পদে নিজের উন্নতি অনুভব করে । যখন বাবার হয়েছো তো সব বাচ্চার ওপর সদা বাবার সাথ আর বাবার হাত আছে, এই অনুভব করো তোমরা ? যাদের ওপর বাবার হাত আছে, তারা সদা সেফ । সদা সেফ থাকো তোমরা, তাই না ! ও.কে.গ্রুপের কাছে মায়া আসতে পারে না । মায়াও সদা "ও.কে., ও.কে." বলে তোমাদের বিদায় জানিয়ে চলে যায় । ইউ.কে. অর্থাৎ ও.কে. গ্রুপের সঙ্গও তো খুব শ্রেষ্ঠ, তাই না ! সঙ্গ ভালো, বায়ুমন্ডল শক্তিশালী, তবে মায়া আসবে কিভাবে ! তোমরা সদাই সেফ থাকবে । ও.কে.গ্রুপ অর্থাৎ মায়াজিৎ গ্রুপ ।

মরিশাস গ্রুপের সাথে বার্তালাপঃ - সদা নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান মনে করো ? ভাগ্য হিসেবে তোমরা কি লাভ করেছো ? ভাগ্য হিসেবে তোমরা ভগবানকেই প্রাপ্ত করেছো । স্বয়ং ভাগ্যবিধাতা ভগবান তোমাদের ভাগ্যে প্রাপ্তি হয়েছে, এর থেকে বড় ভাগ্য আর কি হতে পারে ? সুতরাং, তোমরা সদা এই খুশিতে থাকো যে " বিশ্বে সবচেয়ে বড় ভাগ্যবান আত্মা আমরা"। না শুধু "আমরা" বরং"আমরা আত্মারা" । যদি তোমরা বলো, আত্মারা, তখন কোনরকম ভুল নেশা তোমাদের থাকবে না । তোমরা দেহী-অভিমানী হলে, তোমাদের শ্রেষ্ঠ নেশা- ঈশ্বরীয় নেশা থাকবে । আত্মারা ভাগ্যবান, যাদের ভাগ্যের গায়ন এখনও হচ্ছে । 'ভগবৎ' তোমাদের ভাগ্যের স্মারক । এতা এমন অবিনাশী ভাগ্য আজও যার গায়ন হচ্ছে, এই খুশিতে সদা এগিয়ে চলো । কুমারীরা নির্বন্ধন, দেহবন্ধন থেকেও মুক্ত, মনের বন্ধন থেকেও মুক্ত । এইরকম নির্বন্ধন যারা, তারাই একমাত্র উড়তি কলার অনুভব করতে পারে । আচ্ছা । ওম্ শান্তি ।

বরদানঃ - সেবার পার্ট প্লে করতে করত তোমার পার্ট থেকে স্বতন্ত্র হয়ে বাবার প্রিয় হয়ে সহজ যোগী ভব

কোনো কোনো বাচ্চা বলে, কখনো যোগ লাগে, কখনো যোগ লাগেনা । এর কারণ স্বতন্ত্র ভাবের অভাব । স্বতন্ত্র না হওয়ার কারণে ভালোবাসার অনুভব হয়না আর যেখানে ভালোবাসা নেই সেখানে স্মরণও নেই । যতো বেশি ভালোবাসা ততোই সহজ স্মরণ, এইজন্য সম্বন্ধের আধারে তোমার পার্ট প্লে কোরোনা, সেবার সম্বন্ধে পার্ট প্লে করো, তবেই তুমি স্বতন্ত্র থাকবে । কমল পুষ্প সমান পুরানো দুনিয়ার বাতাবরণ থেকে আলাদা হয়ে বাবার প্রিয় হও, তবেই সহজযোগী হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ - জ্ঞানী আত্মা 'কারণ' শব্দকে মার্জ করে সব পরিস্থিতিকে নিবারণ করে ।